Ganasakti - 27/7/2020 2136/c-/2020

‘একটু অক্সিজেন পেলে বেঁচে যেত লোকটা’

ইমার্জেন্সির সামনেই পড়ে রইলেন রোগী, ছুঁলো না কেউ

নিজস্ব সংবাদদাতা: বনগাঁ, ২৬ জুলাই– করোনা পরীক্ষাই হয়নি। উপসর্গ স্রেফ জ্বর, সঙ্গে শ্বাসকষ্ট। শুধু সেই আতঙ্কেই হাসপাতালের এগিয়ে আসেননি কোনও স্বাস্থ্যকর্মী, মেলেনি অক্সিজেন, মেলেনি স্ট্রেচার। কোভিড উপসর্গ থাকা স্বামীকে একা ধরে অ্যাম্বুল্যান্সে তোলার চেষ্টা করছেন স্ত্রী। পারেননি, পড়েই গেছেন স্বামী। হাসপাতালের ইমার্জেন্সি গেটের সামনে সেভাবেই পড়েও রইলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কেউ এগিয়েও এলেন না। দীর্ঘক্ষণ পরে এক চিকিৎসক এসে জানিয়ে গেলেন, রোগী মারা গেছেন।

পরনে লুঙ্গি, সাদা ফতুয়া। সরকারি হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিল্ডিংয়ের বাইরে মেঝেতে পড়ে রয়েছে ৫৬ বছর বয়সি মাধব নারায়ণ দত্তর দেহ। পাশে নির্বাক স্ত্রী। কাঁদতেও যেন ভুলে গেছেন, ‘আমার স্বামীকে কলকাতায় কোভিড হাসপাতালে রেফার করা হয়েছিল। অ্যাম্বুল্যান্সে তোলার সময় কাউকে পেলাম না, কেউ কাছে এল না। হাসপাতালের মধ্যেই পড়ে গেলেন উনি, ডাক্তাররা এলেও হয়তো বেঁচে যেতেন। পড়ে থাকল অনেকক্ষণ। চোখের সামনে মরে গেল লোকটা’। স্বামীর মৃত্যুর প্রতিটি প্রহর চোখের সামনে দেখেছেন, চিৎকার করেছেন তবুও মেলেনি সাহায্য।

রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, কোভিড চিকিৎসার এক মর্মান্তিক ছবি তখন বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে। স্রেফ অ্যাম্বুল্যান্সে উঠতে গিয়ে পড়ে গিয়েই মৃত্যু কোভিড সন্দেহভাজন রোগীর। পিপিই নেই, তাই এগিয়ে আসেনি হাসপাতালের কর্মীরাও।

করোনা আবহে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল ছবি প্রতিদিন সামনে আসছে। একই সঙ্গে বেসরকারি হাসপাতালে মহামারী নিয়েও মুনাফা লোটার খেলা। জাঁতাকলে পড়ে দিশাহারা সাধারণ, গরিব মানুষ।

বনগাঁ বাসিন্দা মাধব নারায়ণ দত্ত বনগাঁর নিউ মার্কেটে একটি মুদি দোকান চালান। বেশ কিছুদিন ধরেই জ্বর, শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন।

এভাবেই ইমার্জেন্সির সামনে পড়ে মৃত্যু হলো করোনা রোগীর। শনিবার রাতে বনগাঁ হাসপাতালে।

অবস্থা খারাপ হওয়ায় শনিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ স্ত্রী আলপনা দত্ত তাঁকে নিয়ে আসেন বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে। বিকাল থেকে শ্বাসকষ্ট প্রবল হয়। যদিও অক্সিজেন মেলেনি। পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে থাকে। এদিকে কোভিড উপসর্গ থাকায় হাসপাতালে তরফে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় নেহরু মেমোরিয়াল টেকনো গ্লোবাল হাসপাতালের (যা বর্তমানে কোভিড হাসপাতাল) সঙ্গে কথা বলে সেখানেই মাধব নারায়ণ দত্তকে রেফার করা হয়। আইসোলেশন ওয়ার্ডে প্রাথমিকভাবে রাখার কথা। যদিও বনগাঁ হাসপাতালে তখনও তাঁর লালারসের কোনও নমুনা নেওয়া হয়নি। তারপরেও সময় পেরিয়েছে। সরকারি ওই হাসপাতালে ন্যূনতম কোনও চিকিৎসা শুরু হয়নি। আলপনা দত্তের কথায়, ‘শ্বাসকষ্ট বাড়ছিল, একটু অক্সিজেন পেলে বেঁচে যেতো। তারমধ্যেই কোভিড হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলে, আর তা নিয়ে যেতে গিয়েই সব শেষ হলো’।

রেফার করার পরেও অ্যাম্বুল্যান্স পাওয়া যাচ্ছিল না। বেশ কিছুক্ষণ পরে পাওয়া যায়। কিন্তু হাসপাতালের বেড থেকে কীভাবে বাইরে নিয়ে আসা হবে? আলপনা দত্তের কথায়, ‘হাত জোড় করেছি, কেউ আসতে চাইনি, ভেবেছে যদি করোনা হয়। পিপিই নেই বলে স্বাস্থ্য কর্মীরাও আসেনি। শেষমেশ বেড থেকে তুলে কোনোমতে আমিই নিয়ে আসি ইমার্জেন্সি পর্যন্ত’।

ইমার্জেন্সি বিল্ডিংয়ের সামনে রাখা ছিল অ্যাম্বুল্যান্স, তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা-এগারোটা। অক্সিজেন না পাওয়ায় শ্বাসকষ্ট তীব্র হচ্ছে, তার মধ্যেই তাঁকে ধরে অ্যাম্বুল্যান্সে তোলার চেষ্টা করেন আলপনা দত্ত। হাসপাতালের একজন কর্মীও এগিয়ে আসেননি। মেলেনি স্ট্রেচার। সেই অবস্থায় পড়ে যান মাধব নারায়ণ দত্ত। পড়ে যাওয়ার পরেও বেশ কিছুক্ষণ হৃদস্পন্দন ছিল। কিন্তু পড়ে যাওয়ার পরেও সরকারি হাসপাতাল চত্বরে একজনও কাউকে পাননি আলপনা দত্ত, যাতে স্বামীকে অন্তত তোলা যায় রাস্তা থেকে। ওখানেই পড়ে ছিলেন, ওখানেই মৃত্যু।

আলপনা দত্তের আর্তি, ‘এই যন্ত্রণা বলে বোঝানো যায় না, চোখের সামনে স্বামীকে মরে যেতে দেখলাম। অক্সিজেন পায়নি। আমি তোলার সময় স্ট্রেচার চাইলাম, সেটাও হাসপাতালে পাওয়া যায়নি। একজন রোগীকে এভাবে একা টেনে নিয়ে আসা যায়?’

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কী বলছে? হাসপাতালের সুপার শঙ্করলাল মাহাতোকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, ‘গত চার মাস ধরে কোভিড পরিস্থিতি সামলাচ্ছি, এরকম ঘটনা কীভাবে ঘটল জানি না। আমি বাইরে আছি, সোমবার হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ নেব। তবে পিপিই নেই বলে রোগীকে কেউ ধরেনি এরকম হওয়ার কথা নয়, পিপিই আছে আমাদের। আগে ঘটনা জানি পুরো, তারপরে বলা যাবে’।

জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা তাপস রায়ের কথায়, ‘ঘটনার কথা জানা হচ্ছে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব’।

ভুল আসছে রিপোর্ট, বিপাকে রোগীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা, ২৬ জুলাই – চিকিৎসা বিভ্রাটে জেরবার রাজ্যবাসী। রাজ্য সরকার এই ক্ষেত্রেও অচল এবং নির্বিকার।

বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালের ল্যাবরেটরি থেকে করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট প্রায়ই ভুল আসছে বলে অভিযোগ উঠছে। পরীক্ষা করিয়েও রিপোর্ট নিয়ে অনেক সময়েই নিশ্চিত হতে পারছেন না রোগীর পরিবার। অন্যদিকে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন চিকিৎসকরাও। তাঁদের অনেকের মতে প্রি-টেস্ট প্রবাবিলিটি’র সঙ্গে র‍্যাপিড পলিমার চেন রিঅ্যাকশন পরীক্ষা করলে সঠিক ফল দেয়। অর্থাৎ সহজ কথায় রোগীর বিভিন্ন শারীরিক উপসর্গ মিলিয়ে দেখতে হয়। সুতরাং জ্বরের ও অন্যান্য উপসর্গের ৫ দিন পর করোনা পরীক্ষা করলে সঠিক হওয়ারই সম্ভাবনা। এছাড়া রোগীর শরীরে ভাইরাল লোড কম থাকলে রিপোর্ট নেগেটিভ আসে অনেক সময়ে। নমুনা সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণও যথাযথ হওয়া দরকার। বহু ল্যাব এগুলি যথাযথ না মানার ফলে রিপোর্ট ভুল হওয়ার অভিযোগ ওঠে।

এদিকে বিভিন্ন ল্যাব থেকে ভুল রিপোর্টের বহু অভিযোগ স্বাস্থ্য দপ্তরে জমা হওয়ায় কিছুটা নড়ে চড়ে বসেছে তারা। বন্ধ হয়েছে নিউটাউনের সুরক্ষা ল্যাব। গত ১৪ জুলাই এক বৈঠকে স্বাস্থ্য সচিবের বক্তব্য ছিল, ‘ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষদের অভিযোগগুলির দিকে নজর

• দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

PTO —

Ganashakti - 27/7/2020

ভুল আসছে রিপোর্ট, বিপাকে রোগীরা

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরিবর্তন করায় ভেন্টিলেটর তৈরিই সমস্যার হয়ে ওঠে। তার দিতে বলা হয়েছে। নির্দিষ্ট প্রোটোকল, আইসিএমআর গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হবে। রিপোর্টে নির্ভুল হবে, তাড়াতাড়ি দিতে হবে। পজিটিভ-নেগেটিভের গন্ডগোল হয়েছে দেখা গেছে। অর্থাৎ ল্যাবরেটরিতে কত পরীক্ষা হলো, অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া হচ্ছে কিনা, আরটি-পিসিআর, ট্রুনাট, সিবি ন্যাটের ক্ষেত্রে ঠিকঠাক পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা এগুলি দেখার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু তা যে শুধু কাগজে কলমে, সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় প্রমাণিত হয়ে চলেছে। রোগীদের অভিজ্ঞতায় পরিস্থিতির ভয়াবহতার চিত্র ফুটে উঠছে।

কলকাতার এক দম্পতির অভিজ্ঞতাই হতে পারে রাজ্যবাসীর মর্মান্তিক অবস্থার উদাহরণ। সম্ভানসম্ভবা ওই মহিলাকে প্রসবের দিন সম্ভাব্য ১২ জুলাই নির্ণয় করে জানিয়ে দেন চিকিৎসক। ইতিমধ্যে ৮ জুলাই কোভিড টেস্ট হবে বলে জানানো হয় মধ্য কলকাতার এক বেসরকারি প্রসূতি হাসপাতাল থেকে। ৯ জুলাই সেই পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে বলে জানানো হয়। মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে এই দম্পতির। ওই হাসপাতাল থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় পজিটিভ রোগীকে তারা ভর্তি করবে না। এরপর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত আতঙ্কে কাটতে থাকে তাদের। তাঁদের বলা হয় ন্যাশনাল মেডিক্যাল বা আরজি কর হাসপাতালে যেতে। এই খোঁজ পেতে আরও নাজেহাল হয়ে পড়ে পরিবারটি। দক্ষিণে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতাল জানায়, তারা কোভিডের জন্য প্রায় ৫ লক্ষ টাকা এবং প্রসব ও কোয়ারান্টিনের জন্য আরও ৫ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ মোট প্রায় ১০ লক্ষ টাকা লাগবে।

ইতিমধ্যে এক চিকিৎসক আগের সেই কোভিড নেগেটিভ পরীক্ষার ফলাফল জানতে চাইলে দেখা যায় ওই রিপোর্টের কোনও আইসিএমআর রেজিস্ট্রেশন নম্বর নেই। এই পরিবারের কথায় ১০ জুলাই ফের আর একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে কোভিড পরীক্ষা করাই আমরা। তাতে রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। এরপর আবার আমরা মধ্য কলকাতার ওই প্রসূতি হাসপাতালে যোগাযোগ করলে তারা বলে আগে যেখান থেকে টেস্ট করানো হয়েছে, শুধু সেখানকার রিপোর্টই আমরা গ্রহণ করি। শেষ পর্যন্ত এই মহিলাকে অন্য একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাঁর প্রসব হয়। অভিযুক্ত বেসরকারি হাসপাতাল অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, এমনকি রোগীর তরফেও এমন অভিযোগ করা হয়নি।

এদিকে অ্যাম্বুল্যান্সেই দীর্ঘ সময়ে অক্সিজেনের অভাবে তীব্র শ্বাসকষ্টে ছটফট করতে থাকা এক রোগীর অভিযোগ, বেড থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল। তারা রেফার করেছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এখানেও অনেকক্ষণ ধরে অ্যাম্বুল্যান্সেই পড়ে ছিলেন তিনি কোনোরকম অক্সিজেন ছাড়াই। শনিবার তিনি পরীক্ষা করান, রবিবার তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ আসে। কিন্তু রেফারের পরেও কোনও হেলদোল নেই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের। পরে টনক নড়লে রোগীকে সারি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। ওদিকে এদিনই সোনারপুরে হোম আইসোলেশনেই ৭১ বছর বয়সি এক বৃদ্ধের মৃত্যুর পরেও দেহ পড়ে রইল প্রায় ১৭ ঘন্টা। জ্বর ছিল তাঁর। বাড়িতেই হোম আইসোলেশনে ছিলেন। বৃহস্পতিবার করোনা নমুনা নেওয়া হয়। কিন্তু শনিবার মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত্যুর পর রিপোর্ট পজিটিভ আসে। কিন্তু তারপর প্রশাসন বা স্বাস্থ্য দপ্তর– কারোর কোনও উদ্যোগ না থাকায় মৃতদেহ বাড়িতেই থেকে যায় প্রায় ১৭ ঘন্টা ধরে। ঘটনায় স্থানীয় মানুষের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয় গোটা এলাকায়। অন্যদিকে সম্প্রতি ৩-৪টি নার্সিংহোম, হাসপাতাল ঘুরে মৃত্যু হয় শুক্লা নাগ নামে এক সরকারি কর্মীর। তাঁর করোনা পরীক্ষা করতেই নাজেহাল হয়ে যান তিনি। এরপর বাঘাযতীন হাসপাতাল থেকে বাঙ্গুর হাসপাতাল, সেখান থেকে টালিগঞ্জ যাদবপুর এলাকায় কয়েকটি নার্সিহোম ঘুরতে থাকা অবস্থাতেই শ্বাসকষ্টে মৃত্যু হয় তাঁর।

Scanned

2136/C/2020
105/SMC/2020

W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. /25/ /2020

Date: 27. 07. 2020

Enclosed is the news clippings appeared in the 'Ganashakti', a Bengali daily dated 27. 07.2020, the news item is captioned ' ভুল আসছে রিপোর্ট, বিপাকে রোগীরা'.

Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt of West Bengal is directed to look into the matter and to furnisha report to the Commission within a period of 4 weeks from the date of communication of the direction.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

30/7/2020
(Naparajit Mukherjee)
Member

Asstt. Secy.(L & R Wing) / S.O. is to take immediate action.
30.07.2020

Encl: News Item Dt. 27.07.2020

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and upload in the website.

Orders above.
F/C signed.
10.11.20

SDB

Recd 7.10.20
Done/Sent